স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

ঘল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২রা বৈশাখ বুধবার, ১৩৭১ ইংরাজী 15th April. 1964 { ৪৪ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২.

C. P. Sen

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে দূষণও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

বিপুলতা আনবে।

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অমিয় মেডিক্যাল কোম্পানী, অরঙ্গাবাদ

সুবিধা দরে ঔষধ পাইবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। বিঃ দ্রঃ—জঙ্গিপুর মহকুমার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, এম-বি-বি-এস, ডি-টি-এম (কলিঃ), ডি-জি-ও (ডবলিন), ডি-ও (লণ্ডন) প্রতি বুধবার আমাদের ফার্ম্মেসীতে আসিয়া রোগী দেখিয়া থাকেন। জিয়াগঞ্জ মহিলা হাসপাতালের যাবতীয় ঔষধ পাইবেন।

বিনীত—অমিয়কুমার দাস।

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে

জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান **ষ্টুডেণ্টস্-ফেভারিট**-এ আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব ঃ— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা বৈশাখ বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

ব্যবসা নির্ব্বাচন

—•—

ব্যবসা নির্ব্বাচন করা খুব সোজা নয়। কোন ব্যবসায়ে নামবার আগে, কিংবা অন্যের ব্যবসা দেখে বাইরে থেকে মনে হয়, এ অতি সোজা কাজ। তারপর কথা নেই, বাধা নেই—ভালো করে বুঝে-সুজে দেখা নেই কেবল মাথায় ঘুরতে থাকে তখন, কবে একটা শুভদিন দেখে নেমে পড়া যাবে ঐ ধরণের একটি ব্যবসায়ে। শুধু কিছু পুঁজি দরকার ব্যস! অতএব নিজের যদি কিছু টাকা জমা থাকে, তবে তো কথাই নেই; নইলে বন্ধুবান্ধবের কাছে ধার নিয়ে: আর তা না পাওয়া গেলে গৃহিণীকে প্রতি একশো টাকায় একশো টাকার লোভ দেখিয়ে তাঁর কিছু স্ত্রী-ধন থাকলে হাতিয়ে নেওয়া (আগেকার দিনে তাঁর গহনার উপরই অবশ্য নজরটা পড়তো, এখন সে গুড়ে বালি!) তারপর? ঝপাং করে সেই ব্যবসায়ে ঝাপিয়ে পড়া এবং পরিণাম—কিছুদিন আঁকুপাঁকু করার পর স্রেফ তলিয়ে যাওয়া। এই দুর্ঘটনার কারণ, ব্যবসা নির্ব্বাচন করা ঠিকমত হয়নি। নদীর এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের সব কিছুই ভাল লাগে, অন্যের সব জিনিসটাই যেমন মধুর লাগে চোখে—ঠিক তেমনই অন্যের ব্যবসা বাহির থেকে লাভজনক বলেই মনে হয় এবং মনে হয়, ও আর এমন কি শক্ত? আবার অনেকে এমনও ভাবেন, দূর! ও কি ব্যবসা? হু-হু, আমি এমন ব্যবসা খুঁজে বার করবো, যা কেউ কখনো ভাবেনি কিংবা করেনি। কিন্তু তিনি কোনদিনই তার স্বপ্নের একচেটিয়া কারবারটি খুঁজে বার করতে পারেন না। কারণ আজকের দিনে কোথাও কোন এক-চেটিয়া কারবার বলে কিছুই নেই।

রঘুনাথগঞ্জ হিন্দু মিলন মন্দির

(ভারত সেবাশ্রম সংঘের সহিত সম্পর্কযুক্ত)

—•—

রঘুনাথগঞ্জ হিন্দু-মিলন মন্দিরের সম্পাদক শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায় জানাইতেছেন, দেশের সর্ব্বসাধারণের সকলবিধ সেবাকার্য্যের জন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জে "হিন্দু-মিলন মন্দির" নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তীর্থস্থানে ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থযাত্রীদের নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। আমাদের সংঘের মাধ্যমে ব্যবস্থা করিলে তীর্থযাত্রীদের সকলপ্রকার সুবিধার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকি। শবদাহ প্রভৃতি কাজের জন্য প্রয়োজন হইলে আমাদের সংবাদ দিলে আমরা সমস্ত ব্যবস্থা করিতে পারি। রাজনীতির বাহিরে থাকিয়া জনসাধারণের সেবা করাই আমাদের আদর্শ।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য প্রধান মন্ত্রীর আবেদন

—•—

প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু সাম্প্রদায়িক অশান্তি দূর করিবার জন্য জাতির নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবে ভারত ও পূর্ব্ব পাকিস্তানে বহু জীবনহানি ঘটিয়াছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনে তিক্ততা ও শঙ্কা সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের সকলের পক্ষে এই মনোভাব মারাত্মক। এই মনোভাব সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইলে, বিপজ্জনক ফল ফলিবে। এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আমাদের নীতিবিরোধী। ভারতে অনেক সম্প্রদায়ের বাস। পরস্পরের সহিত সম্প্রীতির মধ্যে বাস করিতে না পারিলে আমরা মহৎ ও একীভূত জাতি গড়িয়া তুলিতে পারিব না। প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন যে, বিদ্বেষ অসহিষ্ণুতার ভিত্তির উপর পাকিস্তানের সৃষ্টি। আমরা বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার বশবর্ত্তী হইব না।

প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

এক নিশ্বাসে নয়া পাঁজি

—•—

বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠ গেলে, আষাঢ় দিবে দেখা,
শ্রাবণের পর ভাদ্র পরে আশ্বিন আছে লেখা।
কার্ত্তিক মাস গেলে হবে অগ্রহায়ণ পৌষ,
মাঘ, ফাল্গুন অন্তে চৈত্র গণনায় নাই দোষ।
রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বেস্পতি, শুক্র, শনি,
পর পর ঠিক আসবে এবার দেখা গেল গণি।
প্রতিপদের পর দ্বিতীয়া, নয়কো ত্রয়োদশী,
পর্য্যায়ক্রমে আসবে তিথি, গণলাম বসি বসি।
"বার্থ রেজিষ্টার, ডেথ রেজিষ্টার" সরকারের ঘরে,
দেখলে পরেই জানবে সবে কত জন্মে মরে।
আয়, ব্যয় ও স্থিতির হিসাব দেবেন 'এসেসর',
আয় চেয়ে ব্যয় বেশী হ'লে সেই হবে ফেরার।
খাবার জিনিস জুটবে না যার, রবে অনাহারে,
থাকতে খাবার দেয়না খেতে রাগে আর ডাক্তারে।
লটারীতে টাকা পেলে হঠাৎ কাঙাল—ধনী.
ব্যক্তিগত বর্ষফল ক্রমে দিচ্ছি গণি।
পাঁজি ভেদে দেখতে পাবে রাজা-মন্ত্রী ভেদ,
মোর গণনা শুনলে ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ধনীর রাজা—"টাকার গরম," মন্ত্রী বহু তার,
দীনের রাজা—"নাই, নাই, নাই," মন্ত্রী "হাহাকার"!
যাদের ঘরে প্রবেশ নিষেধ, সঙীন ঘাড়ে রক্ষী,
তাদের ঘরেই ঠেলে ঠুলে ঢুকবে গিয়ে লক্ষ্মী।
দ্বার খোলা যার সকল সময়, ভক্তি ক'রে ডাকে—
তাদের ডাকে মা কমলা পিছন ফিরে থাকে।
এই প্রমাণে, মনে মনে গণিলাম এই টুক—
সুখীর ঘরে সুখ যাবে আর দুখীর ঘরে দুখ!
যাদের আয়ু ফুরিয়ে এলো এবার মরবে তারা,
পরমায়ু থাকতে এবার কেউ যাবে না মারা।
মেয়ের বিয়ে যত হবে ছেলের বিয়ে তত!
'ডাইভোর্স' আর 'তালাক' হবে লোকের রুচিমত
কত লোকের গিন্নি যাবে শাঁখা সিন্দুর নিয়ে,
পাকা ঘুঁটি কাচবে অনেক ক'রে নূতন বিয়ে!
কত মেয়ের হাতের নোয়া শাঁখা যাবে খসি,
বাঁচবে য'দিন ইচ্ছা হয় তো করবে একাদশী
কত লোকের বাপ মরিবে কত লোকের ছেলে
ক'দিন কেঁদে ঠাণ্ডা হবে পেটে অন্ন গেলে।

বহু ছেলে পাশ হবে আর বহু ছেলে ফেল,
পদের তরে পরের পদে দিতেই হবে তেল।
কেউ বা হবে বরখাস্ত, কেউ বা হবে বাহাল,
কেউ কাঁদিবে কেউ হাসিবে, দুনিয়ার যা হাল।
কেউ কিনিবে নূতন বিষয়, কেউ করিবে বিক্রী,
কতক মামলা ডিস্‌মিস্ হবে কতক হবে ডিক্রী।
আদালতে হাজির হবে বাদী বিবাদীতে,
দু'এর উকিল ভরসা দিবে—মামলা যাবে জিতে।
হাকিম চাবেন 'ফাইল ক্লিয়ার' আমলা চাবেন 'এথি'
একের যাতে লভ্য, তাতে অন্য জনের ক্ষেতি।
মাল কিনে রেখেছে যারা, বল্‌বে বাজার চড়ুক—
নিজের ভাল সবাই চাবে, অন্যে মরে মরুক!
একের ভাল করতে গেলে, অন্যে যাচ্ছে মারা,
এক্ষেত্রে যে বিপদগ্রস্ত ভগবান বেচারা!
সেই কারণে ভেবে চিন্তে সামঞ্জস্য ক'রে,
দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিবেন, সুখে দুখে গড়ে।
দিবানিশি ভাববে যারা, তারা হবে রোগা,
থাকবে সুখে, বলবে যারা, "যো হোগা সো হোগা"
রাজা হবার জন্য সবার আশা চিরকাল,
ফলে কিন্তু "যে পান্নালাল, সেই পান্নালাল।"
নেহাৎ যাহার উন্নতিটা করবে ভগবান—
কচু আছ, ঘেঁচু হবে, বড় বাড়ো তো মান!

পর্ব্ব দিন

পয়লা বৈশাখ **নূতন খাতা** করে ব্যবসাদার,
খদ্দেররা না আসিলে দুঃখ হবে তার।
একত্রিশে বৈশাখে হবে অক্ষয় তৃতীয়া,
এই তিথিও মানে লোকে হালখাতা করিয়া।
পয়লা আষাঢ় **জামাই ষষ্ঠী** শোন জামাইগণে,
একটি কথা তোমাদের থাকে যেন মনে।
ভারত স্বাধীন আইনেতে মেয়ে পাবে ভাগ,
শ্বশুর মশাই হালে ম'লে চলবে না দায়ভাগ।
ছেলেদেরই মত পাবে মেয়ে বিষয় ভাগে,
ভাই বোনেতে বিষয় নিয়ে মামলা বুঝি লাগে।
মামলা যদি লেগে থাকে, তবে জামাই ষষ্ঠী,
সর্ব্ব-গর্ব্ব করবে খর্ব্ব শালা বাবুর যষ্টি!
এই আষাঢ় হবে গঙ্গা দশহরা,
মা-গঙ্গা স্নানার্থিদের সর্ব্ব পাপহরা।
সবাই জানে গঙ্গাপূজা দশহরা যোগে,
এক ডুবেতে খালাস পাপী লক্ষ পাপের ভোগে।
সাতাশে আষাঢ় রথের উপর চড়বে জগন্নাথ,
দর্শনার্থী সইবে সব উৎকলী উৎপাত।
আটকাবে যাত্রী ধ'রে আটকে বাঁধার লাগি,
এই কথাটা ব'লে মোরা হ'লাম পাপের ভাগী।
তেসরা শ্রাবণ পুনর্যাত্রা **উল্টোরথে** টান,
তেরই শ্রাবণ মা **মনসা** ধূপের গন্ধ চান।
পনরই আগষ্ট এবার তিরিশে শ্রাবণ,
এই দিনে হয় **স্বাধীনতা** জয় হিন্দ্ বল মন।
দোসরা ভাদ্র **ঝুলনেতে** ঝুলবে **বনমালী**,
সাতই ভাদ্র **রাখী** বাঁধবে দেশোয়ালী।
চোদ্দই ভাদ্র **জন্মাষ্টমী** নবরূপ ধরি,
নন্দের আলয়ে জন্ম লইলেন শ্রীহরি।
সর্ব্বকারণ কারণ যিনি, যিনি সবার মূল,
এমন লীলা দেখাইলা জন্মদাতাই ভুল।
দোসরা অক্টোবরে এবার ষোলই আশ্বিন,
এই তারিখে মহাত্মাজী গান্ধীর জন্মদিন।
উনিশে আশ্বিন দিনে হবে মহালয়া,
হ'য়ে সিংহে আসীন, ছাব্বিশে আশ্বিন
আসবে মহামায়া।
তেসরা কার্ত্তিকে **শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মী**,
ভক্তগণে দিবেন দেখা চড়ে প্যাঁচা পক্ষী।
সতরই কার্ত্তিক শ্যামাপূজা আসিবেন কালিকা,
নিয়ে তুবড়ী পটকা লাগায় খটকা
বালক আর বালিকা।
বিশে কার্ত্তিক **ভাইকে ফোঁটা**
দিবে ভগ্নিগণ—
বাপের বিষয় নিয়ে যদি না লেগেছে রণ।
সাতাশে কার্ত্তিক আসিবে জগদ্ধাত্রী মাতা,
সিংহ তাঁহার করবে আহার গজাসুরের মাথা।
ত্রিশে কার্ত্তিক শিখীবাহন
আসবে ধনুর্দ্ধর—
তেসরা অগ্রহায়ণ রাসযাত্রা
করবে নটবর।

নয়ই মাঘে এবারে
তেইশে জানুয়ারী—
নেতাজী সুভাষচন্দ্র
ভুলতে যাঁরে নারি।
বারই মাঘেতে এবার
জাতীয় দিবস,
স্বাধীন সাধারণতন্ত্র
নহে কারো বশ।
ষোলই মাঘেতে ঠিক
ত্রিশে জানুয়ারী,
মহাত্মা গান্ধীজী মোদের
সেদিন গেছেন ছাড়ি।
শ্রীপঞ্চমী তেইশে মাঘ
আসবে বীণাপাণি,
তাঁহার সতীনের হাতে
মোদের দানাপানি।
সতরই ফাল্গুনে শিবরাত্রি
এই বারে—
ভক্তগণ দিবারাত্রি রবে অনাহারে।
তেসরা চৈত্র দোল
ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ
রঙ, আবির কালি,
কি নোঙড়া উৎপাত।
ত্রিশে চৈত্র চিরদিনই
চড়ক পূজার ঢাকে—
ঢাক বাজিয়ে করবে বিদায়
নূতন বছর টাকে।

ইস্লামীয় পর্ব্ব

দশই বৈশাখ **ইদুজ্জোহা**
বকরিদের কোরবানি।
নয়ই জ্যৈষ্ঠ **মহরম** তা
রেখো সবে জানি।
রমজান শেষে **ইদলফেতর**
একুশে মাঘে।
নানাস্থানে ইদের নমাজ
হবে লাখে লাখে।

খ্রীষ্টান পর্ব্ব

দশই পৌষ এ বৎসর হবে **খ্রীষ্টমাস**
খ্রীষ্টে স্মরি হৃষ্টমনে করিনু প্রকাশ।
নিউ ইয়ার্স ডে সতর পৌষ পয়লা জানুয়ারী,
নড়চড় হবে না কভু বাজী ধরতে পারি।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের
আমলা কেশ

(সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২)

শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮৩।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪১৬৬

★আই, সি, আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

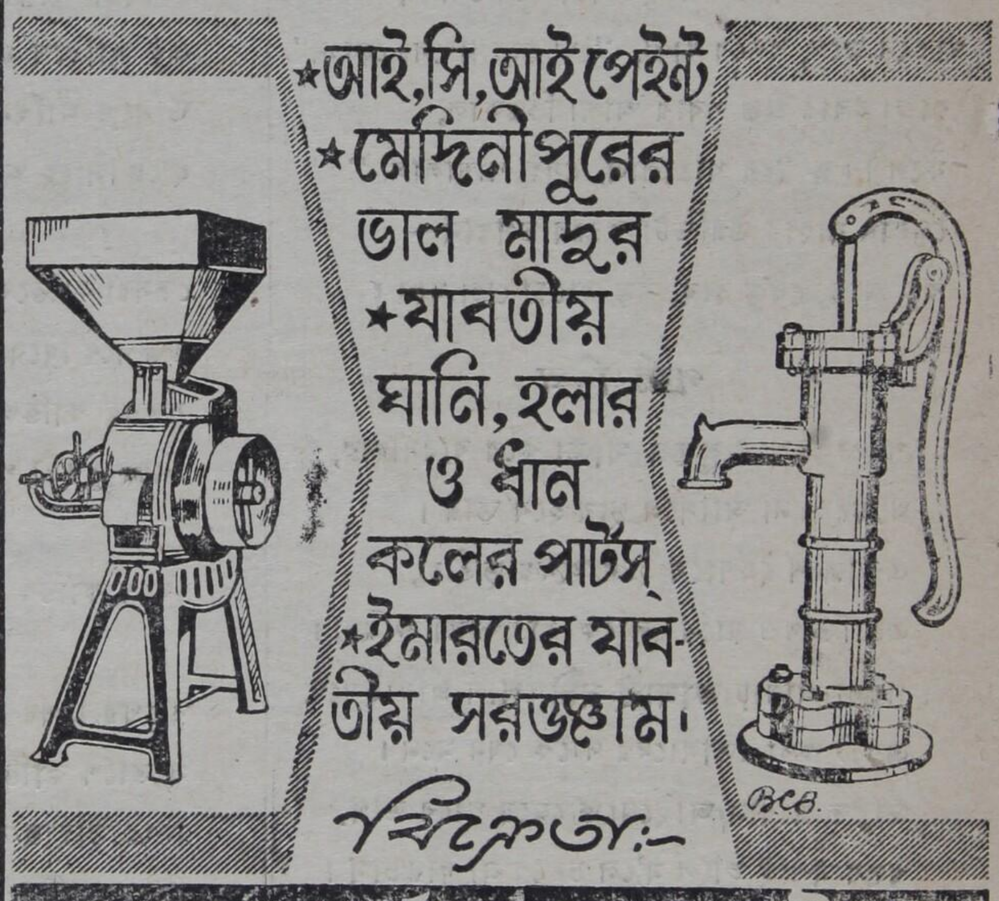

বিক্রেতা:—
কুণ্ডু হার্ডওয়্যার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য •৬ নঃ পঃ।
বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫• নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।
শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।